বাড়ীওয়ালা

শুজা রশিদ

ভদ্রমহিলাকে দেখেই জামানের ভালো লাগলো। বিনীত ব্যবহার, ভদ্র আচরণ। একটি প্রতিষ্ঠিত কম্পানীর বড় সাহেবের এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্ট্যান্ট। বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। সব চেয়ে বড় বিষয় হল, সে একলা। ভাড়াটে হিসাবে এর চেয়ে বেশী আর কি চাই? ভালো কাজ আছে, সুতরাং ভাড়া দেবার অর্থ নিয়ে টানাটানি পড়বে না। বয়েসটা একেবারে অল্প নয়, অকারন হুজ্জত হবার সম্ভাবনা কম। একলা মানুষ - বাসার মধ্যে জিনিষপত্র নষ্ট হবে না। বাচ্চা কাচ্চা আছে এমন পরিবারকে বাসা ভাড়া দিতে খুব অস্বঃস্তি বোধ করে জামান। বাচ্চা তার পছন্দ কিন্তু ভাড়াটের বাচ্চা তত পছন্দ নয়। তাদেরকে দেখলেই মনে হয় এই বুঝি কিছু একটা ভাংচোর শুরু করবে।

জামান নিজের বেসমেন্ট ভাড়া দিচ্ছে গত বছর পাঁচেক হবে। অনেক মানুষের অনেক ধরনের সমস্যা হতে শুনেছে। তার নিজের কখন কোন ঝামেলা হয়নি। দু'জন ভাড়াটে এসেছে, গেছে, কোন ঘাপলা হয়নি। এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে কেন কেউ কেউ এত ঘাবড়ে যায় তার মাথায় ঢোকে না।

একটি তরুণ পরিবার বছর তিনেক ভাড়া ছিল। তাদের বাচ্চা হবে। বেসমেন্ট ছেড়ে তারা এবার এপার্টমেন্টে গিয়ে উঠছে। মনে মনে একটু হলেও খুশী হয়েছে জামান। নবজাত শিশু, ভাংচোর না করতে পারলেও হেগে মুতে কিছু একটা নষ্ট করত নিশ্চয়।

মহিলার নাম হেলেন পাপাকন্সট্যান্টিনু। গ্রীক বশদ্ভুত। সারনাম বলতে গিয়ে দাঁত ভাঙ্গার দশা। বার কয়েক চেষ্টা করে হাল ছেড়েছে। মহিলা হাসি মুখে বলেছে, "হেলেনেই চলবে"। চেহারা সুরত হেলেন অব ট্রয়ের মত না হলেও একেবারে মন্দ নয়। ভাড়াটের চেহারা নিয়ে তার কোন কারবার আছে তা নয়, তবে একটা মতামত তো থাকতে পারে, নাকি?

খোঁজ খবর যা নেবার নিয়ে কাগজপত্র সাইন করে ফেলেছে জামান। এক বছরের কন্ট্রাক্ট। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। বড় ভয়ে ভয়ে ছিল না জানি নতুন ভাড়াটে কেমন হয়। টরন্টোতে ভাড়াটেদের জোর বেশী। সরকার বাড়ীওয়ালাদের মনে করে চশমখোর। ভাড়াটে বলতেই অজ্ঞান। তারা যা বলে তাই সত্য। যত দোষ বাড়ীওয়ালার। ভাড়াটে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার কোন অপরাধ হতে নেই।

হেলেন তার বেসমেন্টের বাসায় এসে উঠল এক শনিবারে। ট্রাক ভর্তি করে জিনিষপত্র এলো। একলা একজন মহিলার এতো জিনিষপত্র থাকতে পারে ধারনাই করে নি জামান। মনে মনে একটু প্রমাদ গুনেছে সে। বেসমেন্টে মাত্র একটি বেডরুম এবং লিভিং কাম ডাইনিং। এতো জিনিষপত্র রাখার জায়গা কোথায়? তার নিজেরও কিছু জিনিষপত্র এক দিকে রাখা আছে। নাখোষ হলেও সে কিছু বলে না। খামাখা ঝামেলা করে কি লাভ? কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

সোমবার থেকেই কাজে খুব চাপ পড়ে যাওয়ায় সে এতো ব্যস্ত হয়ে গেল যে দিন দুয়েক ভাড়াটে তো দুরের কথা নিজের মুখরা স্ত্রী এবং দুই টিনেজ ছেলের উপদ্রবের কথাও সে একরকম ভুলতে বসেছিল। একটা লেট মিটিং সেরে সন্ধ্যার দিকে ট্রেন ধরে বাসায় ফিরে মাত্র ঘরে ঢুকবার উপক্রম করছে এমন সময়

ড্রাইভওয়ের আলো আধারীর ভেতর দিয়ে বিশালকায় এক মুর্তিকে তার দিকে তেড়ে আসতে দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

"দাঁড়াও জামান!" কঠিন নারী কন্ঠের গর্জন শুনে চোখ মেলে ভালো করে তাকাতে প্রাণে পানি এলো। হেলেন! একটা নিঃসঙ্গ বাল্বের আলোতে বেচারীকে যা না লম্বা তার চেয়েও দীর্ঘ মনে হয়েছিল।

"আরে হেলেন, কেমন আছো?" জামান হাসি মুখে আলাপ শুরু করে। আলাপ যে কত দ্রুত বেগতিক দিকে মোড় নেবে তা কে জানতো।

"এমন দাঁত বের করে হাসছো কেন?" হেলেন একরকম ধমকে উঠল।

এবার সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল জামান। মাত্র দু'দিনের মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যে হেলেন অব ট্রয়ের এই মারমুখী আচরন? সে দাঁত যথাসম্ভব ঢেকে নিরীহ কন্ঠে বলল, "সব ঠিক আছে তো? ব্যাস্ত ছিলাম, খোঁজ খবর নিতে পারিনি।"

"ফাজলামী করছ আমার সাথে?" কন্ঠস্বর আরোও তিরিক্ষি হল হেলেনের।

"এতো রেগে যাচ্ছো কেন? বল কি হয়েছে।" জামান ধৈর্যের অবতার বনে যায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে। তার কোন ভাড়াটে আজ পর্যন্ত কোন কিছু নিয়ে কোনরকম ঝামেলা করে নি। সে মনে মনে ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করতে শুরু করল। মানুষের মুখে কত বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা সে শুনেছে। শেষ পর্যন্ত কি তার কপালে তেমন কোন ঝামেলা এসে জুটল?

"তোমার বাসায় কি প্রতি রাতে ঘোড়দৌড় হয়? এটা কি রেসের ময়দান? রাতে দু' চোখের পাতা এক করতে পারি না আওয়াজে। আমার চোখের দিকে তাকাও। তাকাও।" হেলেন হুঙ্কার ছাড়ে।

জামান ভয়ে ভয়ে তাকায়। কি বিপদে পড়া গেল রে বাবা! তার বাসায় কোন ছোট ছেলেমেয়ে নেই যে ছুটাছুটি করে তোলপাড় করবে, নীচতলার ভাড়াটের অসুবিধা হবে। হেলেন চোখ জোড়া গোল গোল করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে সৌহার্দের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

"কিছু দেখছ?" হেলেন কড়া কন্ঠে বলল।

"আলো কম। চোখে ভালো দেখি না।"

"আমার চোখের নীচে ঝোলা গুলো দেখছ? নির্ঘুম থাকার জন্য হয়েছে। আমার মাথা কাজ করছে না। অফিসে গিয়ে ঘুম ঘুম লাগে, কাজকর্ম কিছু করতে পারি না। বাড়ী ভাড়া দিয়েছ নাকি টর্চার চেম্বার বানিয়েছ? তোমার নামে আমি কেস দেব।"

"কি যা তা বলছ? আ...আ...আমার তো কোন দোষ নেই..." জামান এবার তোতলাতে শুরু করে। কোর্ট কাচারী তার মোটেই পছন্দ নয়। এ কি সমস্যা! "তুমি থাক বে...বে...বেসমেন্টে। একটু...একটু... শ...শব্দ তো হবেই।"

"একটু?" হেলেন একেবারে জামানের মুখের সামনে মুখ নামিয়ে নিয়ে আসে। "একটু? মনে হয় মাথার মধ্যে কেউ হাতুড়ী দিয়ে বাড়ি মারে। মাত্র দু'দিনে আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছ তুমি আর তোমার পরিবার। সারা জীবনে আমি এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করি নি। বুঝেছ কি বলছি?"

জামান নীরবে ঘাড় নাড়ে। কোন বেফাঁস কিছু বলে ফেলে শেষে এই মহিলার সাথে হাতাহাতি না শুরু হয়ে যায়, তার রীতিমত সেই ভয় হচ্ছে এখন।

হেলেন তার নাকের ডগায় তর্জনী নাড়ে, খানিকটা বিপদজনকভাবেই। "কোন শব্দ শুনতে চাই না কাল থেকে। রাত আটটায় আমি বিছানায় যাই। ভোর পাঁচটায় উঠি। আবার ঘোড়দৌড় হয়েছে তো মরেছ। কানে কথা যাচ্ছে?"

"আটটা!" জামান অবাক কন্ঠে বলে। "গ্রীষ্মে আটটা ত বিকাল। আমরাতো ডিনারই করি রাত এগারোটায়!"

"সেটা তোমাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার।" হেলেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। "তোমার যখন ইচ্ছা তুমি খাও, ঘুমাও, নাক ডাকাও, আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আটটা আমার বেড টাইম। তার পর টু শব্দ করবে না। বাসা ভাড়া দিয়েছ, পয়সা নিচ্ছ, কোন দায়িত্ব নেবে না, সেটা হচ্ছে না। আবার যদি ঝামেলা হয়েছে, সোজা কোর্টে চলে যাব।"

তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গট গট করে হেঁটে নিজের বাসায় গিয়ে ঢোকে মহিলা। জামান স্বঃস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। আপাতত তো রক্ষা পাওয়া গেছে। বাসায় ঢুকতেই মিতালী তেড়ে এলো। "কাকে ভাড়া দিয়েছ? কত করে বললাম ভালো করে না দেখে যেন ভাড়া দেবে না। কি করেছে জান? বাড়ী বয়ে এসে আমাকে অপমান করে গেছে। বলে রাত আটটার পর শব্দ করলে বিচার দেবে। দিক না। শব্দ করব শুধু নয়, ঢেঁকী ভাঙবো। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।"

স্ত্রীকে জামান ভালো করেই চেনে। কথা বললেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে। সে নীরবে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার। তাতে অবশ্য গুড়ে বালি। মিতালী বাইরে থেকে সমানে গজরাচ্ছে। জামানের পক্ষে কিছু ভাবা সম্ভব হচ্ছে না। সে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুল। কিছুক্ষন কমডে বসে ঝিমাল। মিনিট পনের পরও যখন সে বেরিয়ে এলো না, কয়েকটি কটু এবং আপত্তিকর মন্তব্য করে মিতালী নিজের কাজে চলে গেল। সুযোগ বুঝে চুপি চুপি বেরিয়ে আসে জামান।

পরবর্তি কয়েকদিনে তাদের জীবনই একরকম পালটে গেল। হেলেন অব ট্রয় একাই তাদের শান্ত সরবরে তুফান তুলে দিল। সন্ধ্যা আটটা বাজার আগেই হুড়াহুড়ি পড়ে যায় বাসায়। নীচ তলার কাজ তড়িঘড়ি করে সেরে সবাইকে দোতলায় গিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকতে হয়। ভয় এই বুঝি হেলেন হেঁড়ে গলায় হাঁকতে হাঁকতে তেড়ে আসে। মিতালী সারাক্ষন মুখ ঝামটা দিচ্ছে, ছেলেরা ক্রমাগত তর্জন গর্জন করছে – "ভাগাও এই ভাড়াটে।" নিজ বাড়ীতেই তারা একরকম বন্দী। রাতে বাসায় মানুষজন আসতেও মানা করে দিয়েছে। পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হোক আগে। কিন্তু হেলেনের সমস্যার শেষ নেই। পার্কিং, মেইল, দরজা, তালা, ফোন, টেক্সট মেসেজ – সব কিছুতেই তার আপত্তি। বেসমেন্টে জামানদের জিনিষপত্র আছে, মাঝে মাঝে সেখানে যেতে হয়। হেলেনকে বার তিনেক টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে অনুমতি চেয়ে কোন উত্তর না পেয়ে মিতালী ঝট করে গিয়ে একটা জিনিষ নিয়ে এসেছিল। সেটা জানতে পেরে পৃথিবী ওলোট পালোট করে দেবার মত অবস্থা হল। ডাক পড়লো জামানের।

"কেন তোমার বউ আমার ঘোরে ঢুকেছিল?" সে হুঙ্কার ছাড়ে।

“তোমাকে পাচ্ছিল না, অথচ জিনিষটা দরকার ছিল।” জামান নিরীহ কন্ঠে বলে। “কোন ক্ষতি তো হয় নি।”

“ক্ষতি হয় নি মানে? এটা আমার বাসা। তোমার যখন ইচ্ছা তুমি আমার বসায় চলে আসতে পারো না। আমার একটা প্রাইভেসী আছে। তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে বলবে।”

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না জামান। আহারে, কি আবদার! মিতালীকে ক্ষমা চাইতে বললে সে জামানের গলা চেপে ধরবে। হেলেন অব ট্রয়, তোমার ইচ্ছে হলে তুমি নিজে গিয়ে বল না!

“কথা বলছ না কেন? ক্ষমা না চাইলে কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যাবে।”

“দেখ হেলেন,” বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত সাহস করে কথাটা বলারই সিদ্ধান্ত নিল জামান, “তোমার আর আমার ঠিক মিলছে না। তোমার এখানে অনেক সমস্যা হচ্ছে। তুমি বরং আরেকটা বাসা দেখ।”

হেলেন দু চোখ ছানা বড়া করে তাকিয়ে থাকলো। “কি? তুমি আমাকে নোটিশ দিচ্ছ? তোমার এতো বড় সাহস? ঘুমাতে দিচ্ছ না, প্রাইভেসী দিচ্ছ না, কাজকর্মে মন বসাতে পারি না, দিনে একশ’ বার টেক্সট মেসেজ পাঠাচ্ছ, আবার চলেও যেতে বলছ? আর সুযোগ দিচ্ছি না তোমাকে। সাত ঘাটের পানি খাইয়ে ছাড়বো তোমাকে। ফন্দীবাজী করবার জায়গা পাওনা? তুমি থাক ডালে ডালে আমি থাকি পাতায় পাতায়...”

হেলেন অব ট্রয়কে তাড়াতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হল। সে বাস্তবিকই সোশাল জাস্টিস ট্রাইবুনালে গিয়ে একটা তিন মাইল লম্বা অভিযোগপত্র লিখে দিয়েছিল। সেখানে তার শারীরিক, মানসিকসহ আরও নানা জাতীয় ক্ষয় ক্ষতির ফিরিস্তি দিয়ে বারো হাজার ডলারের ক্ষতি পুরন পর্যন্ত দাবী করেছিল। বোর্ডের কাছ থেকে দশ পাতার এক ইয়া লম্বা চিঠি পেয়ে জামানের দম বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। মিতালী ঠোঁট বাকিয়ে বলেছিল,“কত দেখলাম ওর মত। কিচ্ছু হবে না। ট্রাইবুনালে আমি যাবো তোমার সাথে। এমন ভাবে সব ব্যাখ্যা দেব না, জজসাহেব একেবারে থ মেরে যাবে। হেলেন বিবির মুখে একটা থাপ্পড় দেবে। বেটি, আরেকটু হলে আমাকেই পাগল বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের বাড়িতে নিজেই গৃহবন্দী! কেউ শুনেছে এমন কথা কখন?”

তিন সপ্তাহ পরে কোর্টের দিন ছিল। সেখানে গিয়ে মিতালী মুখ খুলতেই তাকে কড়া একটা ধমক দিয়ে একেবারে চুপসে দিলেন জজ সাহেব। “ঝামেলা কার সাথে হয়েছে?”

“জ্বী, আমার স্বামীর সাথে,” মিতালী একটু দমে গিয়ে বলে।

“তাহলে তুমি বকবক করছ কেন? একদম চুপ করে থাকবে। কোন কথা নয়।”

মনে মনে একটু খুশীই হয়েছে জামান। জজের কাছে কেমন জব্দ! যত মাতবরী শুধু জামানের সাথে। হলতো! হেলেন অব ট্রয়কেও বেশ ঝাড়ি দেয়া হল। “বারো হাজার ডলার ক্ষতি পুরন চেয়েছ কোন কান্ডজ্ঞানে? একটা পয়সাও পাচ্ছো না। তোমার মানষিক ক্ষতি হয়েছে কি হয়নি সেটা আমি কি করে জানবো?”

জজ ব্যাটা অবশ্য জামানকেও ছেড়ে কথা বলল না। “ইচ্ছে হল আর বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দিলে? ফাজলামী পেয়েছ? ওর বাসা বদল করতে খরচ হয়নি? কষ্ট হয়নি? ভাড়াটের কষ্ট বোঝ না, কি জাতের বাড়ীওয়ালা তুমি?”

ট্রাইবুনালে বিপত্তিকর কিছুই হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত হেলেনের বোধদয় হয়। সে অন্য একটি বাসা দেখে বিদায় হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো জামান। অল্পের উপর দিয়ে গেছে। একটা মাসের ভাড়া পর্যন্ত মার যায়নি। আল্লাহর বিশেষ রহমত।

স্কারবোরতে বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া কোন সমস্যাই নয়। হেলেন অব ট্রয়ের বিদায়ের সাথে সাথেই দু'জন ভারতীয় ছাত্র বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে ঠেলে এসে উঠলো। তারা শান্ত-সুবোধ, উপর তলায় ঘোড় দৌড় কেন, ট্রাক চল্লেও তাদের কোন সমস্যা আছে বলে মনে হল না। জামান স্বঃস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

দু'দিন পর কাজ থেকে বাসায় ফিরতেই মিতালীর কঠিন মুখ।

"কি হয়েছে?" ভয়ে ভয়ে জানতে চায় জামান।

"তোমার ভাড়াটেদের ঠান্ডা লাগছে," মিতালী চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

প্রমাদ গোনে জামান। ক'দিন ধরে খুব গরম পড়েছে টরন্টোতে, একেবারে শরীর তাতানো। বাসার মধ্যে এয়ারকন্ডিশনার না চালালে নির্ঘাত সেদ্ধ হতে হবে। তাই বেশ ক'দিন ধরেই এয়ারকন্ডিশনারটা সমানে চলছিল। বেসমেন্টে এমনিতেই একটু ঠান্ডা থাকে। এয়ারকন্ডিশনার চলায় নিশ্চয় আরোও ঠান্ডা হয়ে গেছে। সমস্যার যদি কোন শেষ থাকে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ধমকে উঠলো মিতালী, "ঝিম মেরে আছো কেন? কি করবে এখন?"

খুক খুক করে কাশল জামান। "চলে যেতে বলি। এই গরমের মধ্যে কি এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে থাকা যাবে। কি বল?"

মিতালী অগ্নি দৃষ্টী হেনে তাকে দগ্ধ করল। "একটা কাজ যদি তুমি ঠিক মত করেতে পারো। আগে আনলো এক ষন্ডা রানী। এখন আবার এনেছে দুই ঘাটের মড়া, গরমে সবার জান যাচ্ছে আর তারা ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভাড়াটে আর পাওনা তুমি? ফালতু বাড়ীওয়ালা!"

রাগে গজরাতে গজরাতে এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে দিল মিতালী। "এক সপ্তাহর মধ্যে এই সমস্যা মেটাবে। গরমে আমি সেদ্ধ হতে পারবো না।"

জামান আগামী এক সপ্তাহর আবহাওয়া দেখল। বিরক্তিকর গরমটা থাকবে বড় জোর কয়েকটা দিন। গরম কমে গেলে এয়ারকন্ডিশনার চলাবার আর এমনিতেই প্রয়োজন থাকবে না। ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। বাড়ীওয়ালা হলে একটু কৌশলে কাজ কর্ম করতে হয়। সে মনে মনে যথেষ্ট তৃপ্ত বোধ করে। বাড়িত অনেকেরি থাকে, ভাড়াও অনেকেই দেয়, কিন্তু সত্যিকারের মাথা খাঁটিয়ে বাড়িওয়ালা ক'জন হতে পারে!